সংবাদ

তারিখ 14 OCT 2008
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ১

কিন্ডারগার্টেনের শিক্ষা পদ্ধতি বনাম শিশু মনস্তত্ত্ব

বিধান মিত্র

কিন্ডারগার্টেনের শিক্ষক। ক'দিন আগে স্কুল কর্তৃপক্ষ আমার আত্মীয়টিকে দ্বিতীয় শ্রেণীর পঞ্চমটি বাংলা পরীক্ষার খাতা দিয়ে বললেন, খাতাগুলো ইতোমধ্যে দু'জন ম্যাডাম কর্তৃক মূল্যায়িত হয়েছে। আশা করি সবকিছু ঠিকঠাক আছে। তবু অধিক নিশ্চিত হওয়ার প্রত্যাশায় এগুলো আপনাকে দেয়া হলো। কোন ভুলত্রুটি পেলে নোট করে রাখবেন।

স্কুলে সদ্য নিয়োগপ্রাপ্ত আমার আত্মীয়টি মহোৎসাহ নিয়ে খাতা পর্যালোচনা কাজে ব্রতী হলেন। শিক্ষকতা পেশায় নবাগত বিধায় তার মাঝে কোন আলসেমি বা বাণিজ্যিক মানসিকতা ভর করেনি। শ্রম এবং মনের সম্মিলন ঘটিয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে খাতাগুলো দেখতে লাগলেন। খাতা দেখতে গিয়ে তার ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি অবস্থা। প্রত্যেকটি খাতায় বানান ভুলের ছড়াছড়ি। বিশেষত দুটি বানান 'ফেব্রুয়ারি' এবং 'উদ্ধৃত' পঞ্চাশটি খাতাতেই ভুল পাওয়া গেল। বিস্ময়কর ব্যাপার হচ্ছে, এ দুটি ভুল বানানে পূর্ববর্তী পরীক্ষকদ্বয় কোন আঁচড় কাটেননি অর্থাৎ পরীক্ষার্থীরা যেমন, তেমনি শিক্ষিকাদ্বয়ও উল্লিখিত দুটি বানানের অশুদ্ধিকে শুদ্ধি বিবেচনা করেছেন।

'ফেব্রুয়ারি' বানানটিকে না হয় বাদই দেয়া যাক ভাবলো আত্মীয়টি। কারণ এটি যন্ত্রতন্ত্র ই-কার সহযোগে 'ফেব্রুয়ারী' লেখা হচ্ছে। এ বানানের ই-কার, ঈ-কার নিয়ে কেউ তেমন মাথা ঘামায় না। ঘামাবেই-বা কেন? বাংলা একাডেমী নিয়ম করে দিয়েছে তাবৎ বিদেশী শব্দে ই-কার ব্যবহার করতে হবে। কিন্তু অবাক করা ব্যাপার হচ্ছে-তারা নিজেরাই একাডেমী বানানে ঈ-কার ব্যবহার করে লেখছে 'একাডেমী'। স্ব-বিরোধিতা আর কাকে বলে? যা হোক অনিয়মই সে দেশে নিয়ম বলে পরিগণিত হয়, সেখানে ফেব্রুয়ারির 'ফেব্রুয়ারী' হয়ে ওঠাতো সামান্য ব্যাপার মাত্র। তাই বলে 'উদ্ধৃতি' বানান 'উদ্বৃতি' হয়ে উঠবে, এটা কি মানা যায়? নাকি ভাবা যায়?

পরদিন স্কুলে গিয়ে আমার আত্মীয়টি সংশ্লিষ্ট ম্যাডামদ্বয়কে বললেন, আপনাদের মূল্যায়িত সব খাতায় উদ্বৃতি বানানটিকে উদ্বৃতি লেখা হয়েছে। অথচ বানানটিতে আপনারা 'টিক' চিহ্ন দিয়েছেন। ব্যাপারটা কী?

দুই মহিলা সাধারণত এক মতাদর্শের হয় না। এক্ষেত্রে হলেন। তারা সমস্বরে প্রতিবাদ করে বললেন, 'আমরা ঠিক বানানেই টিক চিহ্ন দিয়েছি।' তাহলে আপনারা বলতে চান আমার আত্মীয়টি বললেন, 'উদ্বৃত বানানে 'দ' এর সাথে 'ধ' না বসে 'ব' ব্যবহৃত হবে?

ম্যাডামদ্বয় বললেন 'অবশ্যই'। তারপর এদের একজন দ্বিতীয় শ্রেণীর বাংলা বইটা নিয়ে এসে আলোচিত বানানটি বের করে তেজি গলায় বললেন, 'এই যে আমি বই নিয়ে এসেছি। বই-এ বানানটি কীভাবে লেখা আছে, দেখুন :

আমার আত্মীয়টি আক্কেলগুড়ুম দৃষ্টিতে দেখল, বইয়ে বানানটি লেখা আছে 'দ' এর সঙ্গে ব যোগ করে অর্থাৎ বই-এও লেখা হয়েছে 'উদ্বৃতি' 'উদ্বৃতি' নয়।

এবার উৎফুল্ল এক ম্যাডাম বললেন, 'দেখ বাবু, চাকরিতে এলেন তো সেদিন। আরও কিছু অভিজ্ঞতা অর্জন করুন, তারপর আমাদের ভুল ধরতে আসুন।'

অন্যজন আরও এককাঠি এগিয়ে বললেন, 'ছাত্র পড়াতে পড়াতে চুল পাকিয়ে ফেললাম। আর সেদিনের ছোড়া কিনা আমাকে বানান শেখাতে আসে।'

অপমানে বিদ্ধ আমার আত্মীয়টি তাৎক্ষণিকভাবে কোন অভিধান খুঁজে পেল না। তাই বানান মীমাংসার জন্য সে ছুটল প্রধান শিক্ষকের কাছে। (আচ্ছা, কিন্ডারগার্টেনে তো পড়ানো হয় থ্রি, ফোর কিংবা ফাইভ পর্যন্ত। তাহলে এ ধরনের প্রতিষ্ঠান প্রধানকে হেডমাস্টার না বলে প্রিন্সিপাল বলা হয় কেন?)

হেডমাস্টার মহাশয় উভয় পক্ষের যুক্তিতর্ক শুনে এবং প্রমাণাদি দেখে বিজ্ঞ রায় দিলেন। সত্যি বলতে কী, 'উদ্বৃতি' বানান 'দ' এর সঙ্গে ধ কিংবা ব উভয় প্রকারই শুদ্ধ। অর্থাৎ 'উদ্বৃতি' যেমন শুদ্ধ তেমনি 'উদ্বৃতি' বানানটিও শুদ্ধ। বস্তুত হেডমাস্টারের ঐতিহাসিক রায়ে উভয় পক্ষের মান বাঁচল বটে। তবে বাংলা বানানের জাত মারা গেল সন্দেহ নেই। একটা সহজ সরল শব্দের বানান বিতর্কের মধ্য দিয়ে 'কিন্ডারগার্টেন' শিক্ষা ব্যবস্থার এবং এর সঙ্গে জড়িত শিক্ষকমণ্ডলীর যোগ্যতা দক্ষতার যে চিত্র বেরিয়ে এলো তাতে করে এ অভিজাত শিক্ষা সম্পর্কে নতুন করে ভাবতে হবে বৈকি।

কিন্ডারগার্টেনে যারা পড়ে, তারা সবাই শিশু। আর যারা পড়ান তারা হয় উপায়ন্তরহীন বেকার, না হয় চর্বিওয়ালা অভিজাত শ্রেণী। প্রথম অংশ কিন্ডারগার্টেনে আসে বাধ্য হয়ে। যাই পাওয়া গেল তাই লাভ- এ রকম অবস্থা তাদের। এদের চোখ বেতনের দিকে থাকে না, থাকে টিউশনির দিকে। এ শ্রেণী চাকরিকে টিউশনি পাওয়ার উপায় হিসেবে ব্যবহার করে। আর দ্বিতীয় শ্রেণীর লোকজন কিন্ডারগার্টেনে আসে সময় কাটাতে কিংবা একটা সামাজিক আইডেনটিটি নিতে। বেতন এদের কাছে অতি তুচ্ছ, টিউশনিও তাই। বস্তুত বেকার কিংবা অভিজাত উভয়পক্ষই জরুরি প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে এ ধরনের শিশু শিক্ষাঙ্গনে চাকরি নেয়। তাদের এই প্রয়োজনটাকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে মালিকপক্ষ। এমন উদাহরণ বিরল নয় যে, অনেক কিন্ডারগার্টেন আছে সেখানে প্রতি শিক্ষার্থীর মাসিক বেতন পাঁচশ' টাকা। আবার সর্বোচ্চ ডিগ্রিধারী একজন শিক্ষকের মাসিক বেতনও পাঁচশ' টাকা। বস্তুত যারা কিন্ডারগার্টেনের জন্ম দেয়, তাদের অধিকাংশই শিক্ষাপ্রসারে বিশ্বাসী নন, ব্যবসায় বিশ্বাসী। ফলে বেকারগ্রস্ত দেশে অতি সস্তায় শ্রম আর মেধা কিনে এ রকমের ব্যবসায়ীরা স্বল্প সময়ের মধ্যেই আঙুল ফুলে কলাগাছ বনে যায়।

প্রত্যেক কিন্ডারগার্টেনের বই আলাদা, খাতা আলাদা। এসব বই-খাতা বাজারের দামের তুলনায় অনেক চড়া দামে তাদেরই নির্বাচিত দোকান থেকে কিনতে হয়। প্রশ্ন উঠতে পারে, সাধারণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বই নির্বাচনের জন্য বিশেষজ্ঞ কমিটি থাকে; কিন্তু কিন্ডারগার্টেনের বই নির্বাচন করে কারা? এই বই নির্বাচনের মাপকাঠি কী?

আমাদের মনে রাখা দরকার কোমলমতি শিশুরা সবচেয়ে বেশি বিশ্বাস করে তাদের শিক্ষকদের কথা এবং বইয়ের লেখা। অর্থাৎ শিশুদের কাছে শিক্ষকের বাণী এবং বইয়ের ছাপানো অক্ষর বেদবাক্য বিশেষ। উদাহরণ সহযোগে ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করা যাক। আমার একমাত্র সন্তান কেজি ক্লাসে পড়ে। এ বছরের শুরুতে তার বিষয়ভিত্তিক খাতা ভাগ করতে গিয়ে একটা খাতার ওপরে 'অঙ্ক' শব্দটা লিখেছিলাম। দু'দিন পর আমার মেয়ে বলল, তোমার লেখা 'অঙ্ক' বানানটা ভুল।

বিস্মিত হয়ে বললাম, তাহলে শুদ্ধ বানানটা কি রকম?

সে বলল, 'শুদ্ধ বানান হলো অংক, এভাবে।'

-এ বানান তোমাকে কে শিখিয়েছেন?

-কেন, আমাদের অঙ্কের ম্যাডাম।

-তার শেখানো বানানটা ঠিক নয়।

-তুমি কি আমার ম্যাডামের চেয়ে বেশি জ্ঞান? প্রতিবাদী কণ্ঠে আমার মেয়ে বলল।

আর এক দিনের ঘটনা। আমার মেয়ে পড়ছিল-

Is it a car? ইহা হয়কি একটি গাড়ি? No it is not না, তাহা হয় না।

তার পড়া শুনে আমি বললাম, 'এভাবে ভুল করে পড়ছ কেন?

এবার আমার মেয়ে বই দেখিয়ে বলল, 'বইয়ের লেখাকে তুমি বল ভুল? আসলে তোমার কী যে হয়েছে? সবখানে শুধু শুধু ভুল খুঁজে বেড়াও।'

হায় কপাল! আমার মেয়ে আমার বিদ্যাবুদ্ধির ওপর ভরসা রাখে না। তার নির্ভরতার স্থান পাঠ্যবই কিংবা শিক্ষকের কথা। অথচ সেই স্থানগুলো যদি নড়বড়ে হয়, ভ্রান্তিপূর্ণ হয় তবে সে উপরে উঠবে কীভাবে। কারণ শিশুর চেতনার ছোট জগৎটি যদি সুষম জ্ঞান খাদ্যের উপাদানে সুসমৃদ্ধ হয়, তাহলে সেই শিশুর চিন্তা হবে অধিকতর বস্তুনিষ্ঠ, সেই শিশুর মানস জগৎ হবে পৃথিবীর বাস্তবতায় বিকাশমান। প্রশ্ন হলো আমাদের কিন্ডারগার্টেনের শিক্ষা সুসমৃদ্ধতা ও বস্তু নিষ্ঠতার ধারে কাছে আছে কি?

মাঝে মধ্যে ভাবি, আমার সন্তানদের আমি কি নিজের মতো পড়াব, নাকি কিন্ডারগার্টেনীয় পদ্ধতিতেই সে পড়বে? পরক্ষণে ভাবি, নিজের মতো পড়ালে তার পরীক্ষার খাতায় অশুদ্ধ উদ্ধতি, ফেব্রুয়ারি প্রভৃতি বানান